বরাবর,
জনাব আবুহেনা মোস্তফা কামাল
মহা -পরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর, সেকসন-২
ঢাকা ১২১৬

বিষয়ঃ স্কুল ফিডিং কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নে অনিয়ম ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব আব্দুল মান্নান সাহেবের বিভিন্ন অপরাধ প্রসঙ্গে।

জনাব,

আচ্ছালামুআলাইকুম ,আমাদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বিগত সময়ে সুশীলন কতৃক স্কুল ফিডিং কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নে বিভিন্ন অনিয়ম ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক আব্দুল মান্না সাহেবের বিভিন্ন অপরাধ আপনার সমিপে তুলে ধরা হল।

১ঃ নিদৃষ্ট হারে বেতন পরিশোধ না করা।

সুশীলন প্রকল্প শুরু হতে প্রকল্পে কর্মরত কর্মীদের প্রকল্পে বরাদ্ধ বেতনের ১০% কর্তন করে নিত যা পরবর্তিতে কোন কর্মীকে ফেরত দেওয়া হয়নাই। উক্ত বিষয়টি বারবার প্রকল্প অফিসের সহকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব আব্দুল মান্নান ও উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব রেজাউল ইসলাম চৌধূরী স্যার প্রকল্পের কার্যক্রম মুল্যায়ন করতে এসে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে কিন্তু মোটা অংকের অর্থ গ্রহন করে সংস্থার সাথে সমঝোতার মাধ্যমে অপরাধ বিলিন হয়েগেছে।

২ঃ নিদৃষ্ট হারে যাতায়াত ভাতা পরিশোধ না করা।

সুশীলন প্রকল্প শুরু হতে প্রকল্পে কর্মরত কর্মীদের প্রকল্পে বরাদ্ধকৃত যাতায়াত ভাতা পরিশোধ না করে তিন হাজার টাকার স্থানে সর্বচ্চ ছয় শত টাকা পরিশোধ করেছে। উক্ত বিষয়টি বারবার প্রকল্প অফিসের সহকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব আব্দুল মান্নান ও উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব রেজাউল ইসলাম চৌধরী প্রকল্পের কার্যক্রম মুল্যায়ন করতে এসে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে কিন্তুমোটা অংকের অর্থ গ্রহন করে সংস্থার সাথে সমঝোতার মাধ্যমে অপরাধ বিলিন হয়েগেছে।

৩ঃ নিদৃষ্ট হারে মোবাইল বিল পরিশোধ না করা।
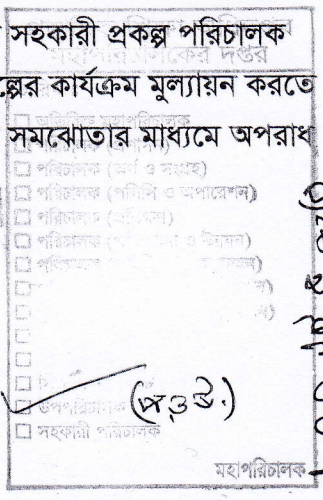
সুশীলন প্রকল্প শুরু হতে প্রকল্পে কর্মরত কর্মীদের প্রকল্পে বরাদ্ধকৃত মোবাইল বিল পরিশোধ না করে পাঁচ টাকার স্থানে সর্বচ্চ দুই শত টাকা পরিশোধ করেছে। উক্ত বিষয়টি বারবার প্রকল্প অফিসের সহকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব আব্দুল মান্নান ও উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব রেজাউল ইসলাম চৌধরী প্রকল্পের কার্যক্রম মুল্যায়ন করতে এসে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে কিন্তুমোটা অংকের অর্থ গ্রহন করে সংস্থার সাথে সমঝোতার মাধ্যমে অপরাধ বিলিন হয়েগেছে।